মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তারা দুই জনই গাংনী উপজেলার বাসিন্দা।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২৩ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ২১ জনের। আর পজেটিভ আসে ২ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৭৬৮ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৯৩ জন, সুস্থ ৬০১ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২ (সদরে - ১৪, গাংনীতে - ৫ ও মুজিবনগরে - ৩) জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন - গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের শাপলা খাতুন (২৩) ও গাংনী হাসপাতালের গোলাম সরোয়ার (৩৫)।

আদার নানা গুণ

আদা কুচি বা আদা বাটা আমরা সাধারণত খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আপনি জানেন কি, আদা খাবারে স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি আমাদের দেহের সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

এক নজরে দেখে নিন যেসব গুণ আছে আদায় -

১. আদার রস শরীর শীতল করে এবং হার্টের জন্য উপকারী।
২. কাশি এবং হাঁপানির জন্য আদার রসের সাথে মধু মিশিয়ে সেবন করলে বেশ উপশম হয়।

৩. বমি বমি ভাব দূর করতে এর ভূমিকা অপরিহার্য। তাই বমি বমি ভাব হলে কাঁচা আদা চিবিয়ে খেতে পারেন। এতে মুখের স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

৪. মাইগ্রেনের ব্যথা ও ডায়াবেটিসজনিত কিডনির জটিলতা দূর করে আদা। গর্ভবতী মায়েদের সকালবেলা, বিশেষ করে গর্ভধারণের প্রথম দিকে সকালবেলা শরীর খারাপ লাগে। কাঁচা আদা দূর করবে এ সমস্যা।

৫. দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, আদার রস দাঁতের মাড়িকে শক্ত করে, দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা জীবাণুকে ধ্বংস করে।

৬. আমাশয়, জন্ডিস, পেট ফাঁপা রোধে আদা চিবিয়ে বা রস করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া যারা গলার চর্চা করেন তাদের গলা পরিষ্কার রাখার জন্য আদা খুবই উপকারী।

৭. প্রতিদিন মাত্র ১ ইঞ্চি পরিমাণের আদা কুচি খাওয়া অভ্যাস সাইনাসের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৮. ত্বকে বয়সের ছাপ দূর করতে প্রতিদিন সামান্য আদা কাচা চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। আদার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিএইজিং উপাদান ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা দেহের টক্সিন দূর করে এবং দেহে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে ত্বকে বয়সের ছাপ প্রতিরোধ করে অনেকটা সময়।

রোগপ্রতিরোধে ঢেঁড়স

ঢেঁড়স অতি পরিচিত একটি সবজি, যা বাজারে পাওয়া যায় সারা বছর। এর রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা। ঢেঁড়সে ভিটামিন এ, বি ও সি ছাড়াও রয়েছে উচ্চমাত্রার ফাইবার ও অন্যান্য খনিজ উপাদান।

ঢেঁড়সে প্রতি ১০০ গ্রামে ভক্ষণযোগ্য অংশে আমিষ (১.৮ গ্রাম) ভিটামিন-সি (১৮ মিলিগ্রাম) খনিজ পদার্থ বিশেষ করে ক্যালশিয়াম (৯০ মিলিগ্রাম), লোহা (১ মিলিগ্রাম) ও আয়োডিন রয়েছে।

ঢেঁড়সের স্বাস্থ্য উপকারিতা
এতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম। এতে থাকা ফাইবার উপাদান দীর্ঘক্ষণ

আপনার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে।

ঢেঁড়সের মধ্যে রয়েছে সলিউবল ফাইবার (আঁশ) পেকটিন; যা রক্তের বাজে কোলেস্টেরলকে কমাতে সাহায্য করে এবং অ্যাথেরোসক্লোরোসিস প্রতিরোধ করে।

এতে রয়েছে ক্যারোটিন, ফলিক এসিড, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, অক্সালিক এসিড এবং অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড।

ঢেঁড়সে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ক্যানসার রোগ সৃষ্টিকারী কোষগুলোকে ধ্বংস করে এ রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। হাঁপানিতে খুব ভালো কাজ করে ঢেঁড়স। রোগটির হারবাল চিকিৎসায় ওষুধ হিসেবে ঢেঁড়স ব্যবহার করা হয়।

প্রতি একশ’ গ্রাম ঢেঁড়সে শূন্য দশমিক শূন্য সাত মিলিগ্রাম থায়ামিন, শূন্য দশমিক শূন্য ছয় মিলিগ্রাম নিয়াসিন ও শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলিগ্রাম রিবোফ্লাভিন রয়েছে। যা ডায়াবেটিস রোগীর স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি সরবরাহ করে সতেজ রাখে। ঢেঁড়সে রয়েছে প্রচুর আঁশ যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। সহজে হজম হয় বলে বিপাকক্রিয়ায় সহায়তা করে।

নিয়মিত ঢেঁড়স খেলে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বেড়ে যায়। ফলে সহজেই রক্তশূন্যতা দূর হয়।

ঢেঁড়সের মধ্যে রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ। এর মধ্যে রয়েছে আঁশ, ভিটামিন এ, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়।

গাংনীতে যত্রতত্র বিক্রি শিশু খাদ্য, নেই প্রশাসনিক নজরদারি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মুদি দোকানসহ ভ্রাম্যমাণ দোকানে অবাধে শিশু খাদ্য বিক্রি হলেও প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছেনা।

ব্যবসায়ীদের(বিক্রেতাদের) শারীরিক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হলেও তদারকি নেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। শিশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন মাঠে না নামলে শিশু স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে বলে মন্তব্য শিশু বিশেষজ্ঞদের। শিশু খাদ্য বিক্রি, উৎপাদন ও বাজারজাত করার সরকারি আইন থাকলেও তা প্রয়োগ নেই বলে অভিযোগ শিশু অভিভাবকদের।

মুদি দোকানে সাজানো প্লাস্টিকের কৌটায় বিস্কুট, আইসক্রিম, আইসবার, সরবত ও বেকারি ফুড বিক্রি করা হলেও কৌটার গায়ে নেই উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের নাম, উৎপাদন তারিখ এবং মেয়াদ । বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্বাদে আকৃষ্ট হয়ে এসব খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে হাজারো শিশু খাদ্য বিক্রির দোকান রয়েছে। এদের মধ্যে ৬ শতাধিক দোকানের তালিকা রয়েছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের কাছে। এদের মধ্যে ৩ শত বিক্রেতাকে প্রিমিসেস ফিটনেস, মেডিকেল ফিটনেস প্রত্যয়ন প্রদান করেছে জেলা সিভিল সার্জন অফিস। তাতে শুধু মাত্র বিক্রেতার কোনো প্রকার ছোঁয়াচে বা কুষ্ঠ রোগ আছে কি না তা উল্লেখ রয়েছে। তাও আবার একই ব্যক্তি এই প্রত্যয়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তাদের সতর্কতামূলক কোনো প্রশিক্ষণ বা নিয়মও বেধে দেয়া হয়নি।

ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে দেদারছে বিক্রি করছে শিশু খাদ্য। শিশু খাদ্য বিক্রির বিষয়ে বিধি নিষেধ সম্পর্কে নূন্যতম ধারনা নেই ব্যবসায়ীদের।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ কিছু গাড়ি এসে দোকানে দোকানে শিশু খাদ্য সাপ্লাই দিয়ে যায় । আকর্ষনীয় রং আর স্বাদের হওয়ায় শিশুরা ঝুকছে সেসকল খাদ্যের দিকে।

গাংনী নবীণপুর গ্রামের সেন্টু জানান, তার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে বাড়িতে ভাত না খেয়ে দোকান থেকে ঝাল মুড়ি আর নিম্ন মানের চানাচুর খেয়ে স্কুলে আসে। শারীরিক দূর্বলতার কারণে সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন আগেও অসুস্থ হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় তাকে।

ভাটপাড়া গ্রামের হাবিবুর রহমান জানান, দোকানের বিস্কুট আর পানীয় পান করে ক্ষুধামন্দায় ভুগছে তার মেয়ে হাফিজা।

চৌগাছার আনোয়ার হোসেন জানান, সকালে উঠেই ছেলে মেয়ে বায়না ধরে মুদি দোকানের বিস্কুট আর আইসবার খাওয়ার জন্য, না দিলে ছেলে মেয়ে কান্নাকাটি করে। বাড়ির খাবারের প্রতি তাদের অনীহা।

মাইলমারি গ্রামের মুদি ব্যাবসায়ী রনি জানান, প্রতিবেশী দোকান গুলোতে শিশুদের আকৃষ্ট করার মত অনেক খাবার রয়েছে। আমার দোকানে না থাকায় বেচাকেনা কম হতো। প্রতিবেশী দোকানদারের দেখাদেখি আমাকেও এখন শিশুদের খাবার রাখতে হয়।

গাংনীর মালশাদাহের বসুন্ধরা কফি হাউজ, ইট এন্ড ইনজয়, বাঁশবাড়িয়ার লিখন কফি হাউজকে ফিটনেস সার্টিফিকেট নেবার কথা বললেও তারা নেইনি বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান জানান, মাঝেমধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হলে ব্যবসায়ীরা সতর্ক হবে। আমাদের জনবলের অভাবে তা হয়ে ওঠেনা।

গাংনীতে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে একজন অফিস সহায়ক পদ থাকলেও ১১ বছর ধরে তা শূণ্য রয়েছে। সব কাজ আমাকেই সামলাতে হয়। ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেল্থ (আই,পি,এই) এর অনুমোদন ব্যতীত শিশু খাদ্য বাজারজাত করা নিষেধ থাকা সত্বেও যেখানে সেখানে শিশু খাদ্য বিক্রি ও বাজারজাত করা হচ্ছে এ বিষয়ে প্রশাসন কেন তৎপর নয় এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সাদিয়া সুলতানা বলেন, নিম্ন মানের খাবার খেয়ে শিশুদের কিডনি এবং মেধা বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খাবারে অরুচি শিশুদের বেড়ে ওঠাতে বাধাগ্রস্থ করবে, শিশুরা ভুগবে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম বলেন, শিশু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব দেয়া আছে। তিনি উপজেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে যারা অবৈধ ব্যাবসায়ী রয়েছে বা নিম্ন মানের খাদ্যসামগ্রীর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, শিশু খাদ্য বিক্রি’র যে যথাযথ আইন আছে তা অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। ভ্রাম্যমাণ অনেক দোকানে শিশু খাদ্য বিক্রি হচ্ছে। এ বিষয়ে

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে।

মেহেরপুরে নতুন করে ৫ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তের চারজনই মেহেরেপুর সদরের অপর জন মুজিবনগর উপজেলার বাসিন্দা। এ ছাড়াও একটি ফলোআপ পজেটিভ আছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৮ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১২ জনের। আর পজেটিভ আসে ৬ জনের। এর মধ্যে একটি ফলোআপ।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৭৪৫ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৯১ জন, সুস্থ ৫৯৯ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২ (সদরে - ১৬, গাংনীতে - ৩ ও মুজিবনগরে - ৩) জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন - মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার ফাতেমাতুজ যোহরা (৪৪), রফিকুল ইসলাম (২৩), কাশারী পাড়ার আবু সুফিয়ান (৬২), বোস পাড়ার তৈবুর রহমান (৬৪), অপর জন হলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের তাহাজ উদ্দিন (৭৭)।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে

হাসপাতালে ভর্তির রেকর্ড

চলতি নভেম্বরে দেশে সর্বোচ্চ ২১৯ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর আগে জানুয়ারিতে ১৯৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেপ্টেম্বরের পর আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও উল্টো বাড়ছে। অক্টোবরেও থেমে থেমে বৃষ্টির কারণে ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটেছে।

এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে ৪৫ জন, মার্চ ২৭ জন, এপ্রিলে ২৫ জন, মে মাসে ১০ জন, জুনে ২০ জন, জুলাইয়ে ২৩ জন, আগস্টে ৬৮ জন, সেপ্টেম্বরে ৪৭ জন ও অক্টোবরে ১৬৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮৪৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৫৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

নাইজেরিয়ায় ১০ দিনে পীত জ্বরে ৭৬ জনের মৃত্যু

নাইজেরিয়ার তিনটি প্রদেশে ১০ দিনের ব্যবধানে মহামারী পীত জ্বরে ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে শনিবার এ খবর প্রকাশ করেছে সিনহুয়া।

দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রধান চিকোয়ি ইহিকিউআজু বলেন, ১ থেকে ১১ নভেম্বরের মধ্যে ডেল্টা প্রদেশে ৩৫ জন, এনুগুতে ৩৩ জন এবং বাউচি রাজ্যে ৮ জন মারা গেছে।

এছাড়া এ সময়ের মধ্যে এ তিন রাজ্যে ২২২ সন্দেহভাজন রোগী এবং ১৯ জন নিশ্চিত পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে।

পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে টিকা দেয়ার কাজ চলছে বলেও জানান

দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রধান। আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগই ১ থেকে ৫৫ বছর বয়সী পুরুষ। রোগীদের মধ্যে জ্বর, মাথাব্যাথা, জন্ডিস, পেটে ব্যথা, রক্ত বমির মতো উপসর্গ রয়েছে।

হজমশক্তি বৃদ্ধিতে মিষ্টি কুমড়া

মিষ্টি কুমড়া, একটি অতিপরিচিত দেশীয় সবজি। ভিটামিনে ভরপুর এই সবজি সহজলভ্য। শীতকালীন এ সবজিতে ভিটামিন ‘এ’ ছাড়াও যে অন্যান্য পুষ্টিগুণে ভরপুর তা অনেকেই হয়তো জানি না।

পুষ্টি উপাদান: যুক্তরাষ্ট্রের এগ্রিকালচার’স ফুড ডেটা সেন্ট্রাল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এক কাপ বা ২৪৫ গ্রাম রান্না বা সেদ্ধ করা (লবণ ছাড়া) মিষ্টি কুমড়ায় রয়েছে- ১.৭৬ প্রোটিন, ২.৭ গ্রাম আঁশ, ৪৯ ক্যালরি, ০.১৭ গ্রাম ফ্যাট, ১২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। এতে কোলেস্টেরল নেই।

এছাড়াও এতে রয়েছে- ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, রিবোফ্লোবিন, পটাশিয়াম, কপার, ম্যাংগানিজ, থায়ামিন, ভিটামিন বি৬, ফলিত, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, নিয়াসিন, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস।

মিষ্টি কুমড়ার রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা-

১. আগেই বলেছি মিষ্টি কুমড়াতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। বিটাক্যারোটিন সমৃদ্ধ এই সবজি চোখের জন্য খুবই ভালো। ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত অন্যান্য রোগেও মিষ্টি কুমড়া উপকারী।

২. মিষ্টি কুমড়াতে রয়েছে ৩৩ মিলিগ্রাম বিটাক্যারোটিন। বিটাক্যারোটিন এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ত্বকের ফ্রি রেডিকেলের ক্ষতি প্রতিরোধে মিষ্টি কুমড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মিষ্টি কুমড়া ক্যানসার প্রতিরোধে

সহায়তা করে। আর্টারির দেয়ালে চর্বির স্তর জমতে বাধা দেয়। ফলে মিষ্টি কুমড়া নিয়মিত খেলে হৃদরোগও প্রতিরোধ করা যায়।

৪. মিষ্টি কুমড়াতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে সর্দি-কাশি, ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

৫. মিষ্টি কুমড়াতে থাকা প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম হাইপারটেনশন এবং হৃদরোগ দূরে রাখে।

৬.মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকায় হজমশক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে।

কালীগঞ্জে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয়েছে এবং একই সাথে কালীগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির ৬ষ্ট প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সমিতির অফিস কক্ষে প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার কেক কেটে দিবসটির সূচনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সমিতির অফিস কক্ষে আয়োজিত অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী। কালীগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি বাবু অজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিবুপদ বিশ্বাস,

সাংবাদিক সোহেল আহম্মেদ, জামির হোসেন, আশিকুর রহমান সোহাগ, রিয়াজ মোল্লা, সমাজসেবক আব্দুল মতিন পাতা মিয়া ও ইফনুচ আলীসহ কালীগঞ্জ রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়ার) সদস্যবৃদ।

কুষ্টিয়ায় মাস্ক না পরায় জেল ও জরিমানা

কুষ্টিয়ায় মাস্ক না পরায় মোঃ নিয়ামত ওরফে নিমাই (৫০) নামের এক ফল ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। একই সাথে আরও ১১ জনকে জরিমানা করা হয়।

শনিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিজু তামান্না।

এ সময় তিনি বলেন, মাস্ক পরে বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শনিবার শহরতলীর মঙ্গলবাড়ীয়া বাজারের এক ফল ব্যবসায়ীর মাস্ক ব্যবহার না করায় মোঃ নিয়ামত ওরফে নিমাই (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ-নিয়ন্ত্রণ-নির্মূল আইন ২০১৮ ধারা মোতাবেক দুইদিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এছাড়া একই আইনে আরও ১১জনকে বিভিন্ন অংকে মোট ৩ হাজার ৬শ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় দিনই জেলা শহর ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করছেন। করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ প্রতিহত করতে এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।